কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪২তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভা গত ১৪/৮/২০০১ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম এ হামিদ মিয়া, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সুচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক, জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূচনা করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার কার্যবিবরণী।

সদস্য সচিব জানান যে, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪১তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৭/৮/২০০১ খ্রি. তারিখের ১১০৭(১৮) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয় এবং এ ব্যাপারে সুপ্রীম সীড কোম্পানীর প্রতিনিধি তাঁর জাত ছাড়করণের সুপারিশ সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বলে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর কার্যবিবরণীটি নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ এর সিদ্ধান্ত ঃ

১) আফতাব বহুমুখী ফার্মের ZF-31 (কোড নং H-০৩৬) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

২) আফতাব বহুমুখী ফার্মের ZF-37 (কোড নং H-০৩৯) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

৩) সুপ্রীম সীড কোম্পানীর Hybrid Rice No. 99-5 (কোড নং H- ০৪৩) প্রস্তাবিত হাইব্রিড জাতটি যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধিকরণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি।

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কারিগরি কমিটির ৩৭তম ও ৩৮তম সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির উপর মতামতের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য ও প্রতিষ্ঠানের নিকট পাঠানো হয়েছিল (এসসিএ পত্র নং ঃ ৯৫৫(১৬ তাং-১৬/৭/২০০০ইং, পত্র নং- ১১৯৪(১৬) তাং-৬/৯/২০০০ইং)। তিনটি স্থান/প্রতিষ্ঠান থেকে মন্তব্য এসেছে (প্রফেসর লুৎফর রহমান, বিএইউ, বিএডিসি ও বিনা)। কারিগরি কমিটির ৩৯তম সভায় ব্রিডার ও ভিত্তি বীজের মান উন্নয়নে প্রত্যয়ন পদ্ধতির উপর সর্বশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। সভাপতি মহোদয় সাহেব কে অবহিত করেন যে, উপস্থাপিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে।

কিন্তু সভা চলাকালীন সময়ে ১৬টি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে বলে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠাণ ব্রিডারগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি তিনটি প্রতিষ্ঠানের মতামত সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবেন বলে উল্লেখ করা হয়। কমিটিকে ২০/৪/২০০১ইং তারিখের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট মতামত সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করতে বলা হয়।

কমিটি নিম্নরূপ ঃ

১। ডাঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
২। ডঃ আব্দুল আউয়াল, পিসিবি (গ্রেড-১), বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঈশ্বরদী, পাবনা	সদস্য
৩। জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সিএসও, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৪। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫। জনাব মোঃ গাজীউল হক, ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৬। জনাব রুহুল আমীন সরওয়ার, সিএসও, জিআরএস, বারি, গাজীপুর	সদস্য
৭। জনাব ননী গোপাল রায়, সিএসটি, এসসিএ, গাজীপুর	সদস্য-সচিব।

উক্ত কমিটি ইং ১৫/৫/২০০১ তারিখে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেন। অদ্যকার সভায় উক্ত সংশোধিত পদ্ধতিটি জনাব ননী গোপাল রায়, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করেন। প্রতিটি বিষয়ের উপর পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতি প্রণয়ন।

২২/৩/২০০১ ইং তারিখে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার আলোচ্য বিষয় ৬ এর সিদ্ধান্ত হয় যে, হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটির প্রয়োজন আছে কি না এবং প্রয়োজন থাকলে পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য আলোচ্য বিষয়-২ এ গঠিত কমিটিকেই দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর কমিটি হাইব্রিড ধানের DUS Test এর প্রয়োজন আছে বলে মতামত দেন এবং তাদের কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটি মোঃ জাকির হোসেন, ভ্যারাইটি টেষ্টিং অফিসার, বীপ্রএ অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করেন এবং বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কমিটির আহক্ষায়ক ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর এই মর্মে মতামত দেন যে, বিষয়টি নিয়ে সকল প্রতিষ্ঠানের মতামত সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে। পরিশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

১) হাইব্রিড ধানের DUS Test পদ্ধতিটির সহিত জাদক (Zadok) স্কেলের একটি Appendix সংযোজন করতে হবে।

২) উল্লেখিত কমিটি F1 হাইব্রিড ধান বীজের মাঠমান (Field Standard) ও বীজমান (Seed Standard) নির্ধারণপূর্বক পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ আলুর DUS Test পদ্ধতির অনুমোদন।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র (টিসিআরসি), বিএআরআই, গাজীপুর এর কোন প্রতিনিধি অদ্যকার সভায় উপস্থিত না থাকায় ও সময় স্বল্পতার জন্য বিষয়টি পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়- বিবিধ-১ ঃ GB-4 এবং CNSGC-6 (সোনার বাংলা-১) হাইব্রিড বীজ আমদানীকরণ।

এ প্রসঙ্গে সদস্য সচিব সভায় অবহিত করেন যে, ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৫তম সভার আলোচ্য বিষয় ৮এর সিদ্ধান্ত "গ" মোতাবেক নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এক বছরের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

শর্তসমূহ ঃ

১) জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানী করতে পারবে না।

২) আগামী বোরো (২০০০-২০০১), ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধান স্থানীয় ভাবে ৩০টন উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করতে পারবে।

উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৭তম সভার আলোচ্য বিষয় ৩ এ ব্রাকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁরা ২৬টন বীজ স্থানীয় ভাবে উৎপাদন করেছেন। সভাপতি মহোদয় উক্ত বীজ উৎপাদন উদ্যোগকে স্বাগত জানান। কিন্তু উক্ত জাতটি (জি বি-৪) নিবন্ধিত হয়নি বিধায় আগামী বোরো মৌসুমে (২০০১-২০০২) পুনঃ ট্রায়াল করার মাধ্যমে নিবন্ধিত করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতি মহোদয় আরো উল্লেখ করেন যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৩০ তারিখ ৬/৮/২০০১ ইং মোতাবেক ব্র্যাক CNSGC-6 হাইব্রিড ধান বীজ আমদানীর অনুমতিদানের জন্য আবেদন করেন। আবেদন পত্রটি অল্প সময় পূর্বে হস্তগত হওয়ায় সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে অদ্যকার সভায় আলোচনা করা যেতে পারে বলে ঐক্যমত প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায় উক্ত জাতটির (CNSGC-6) Perfomance, দেশে বীজের ঘাটতি আছে কি না, আমদানীর প্রয়োজন আছে কিনা এবং মল্লিকা সীড কোং এর সাথে চাইনিজ কোং (মুল কোম্পানী) এর চুক্তি বলবৎ আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার আলোচ্য বিষয়-৭ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসিআই লিঃ, ম্যাকডোনাল্ড (বাংলাদেশ) প্রাঃ লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী এবং গেনজেস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এ চারটি কোম্পানীর বরাবরে সাময়িকভাবে ছাড়কৃত ৪টি (আলোক-৬২০১, লোকনাথ-৫০৩, সিএনএসজিসি-৬ ও অমরশ্রী-১) হাইব্রিড ধানের জাত আগামী ৩ (তিন) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন কোম্পানী বীজ বিক্রয় বা বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে আমদানী করতে পারবে না।

সভায় মল্লিকা সীড কোং এর কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় উক্ত প্রশ্নাবলীর সঠিক উত্তর জানা যায়নি। আলোচনান্তে সকল সদস্য মল্লিকা সীড কোঃ এর প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সবশেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক ব্র্যাকের জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটি আগামী বোরো মৌসুমে পুনরায় ট্রায়াল করতে হবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও ব্র্যাক)।

৩) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং কর্তৃক গঠিত হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, মূল্যায়ন ও বিদেশ থেকে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারনের জন্য গঠিত কমিটি CNSGC-6 জাতটি আমদানীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

বিবিধ-২ ঃ বিএসিডি-ধান-১ (সুবিদ) জাত ছাড়করণের আবেদনপত্র বিবেচনা।

অদ্যকার সভায় বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাতটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত জাতটির ছাড়করণের নিমিত্তে সংগ্রহ ও বাছাই কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিএডিসিকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সদস্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বিএডিসির প্রস্তাবিত সুবিদ জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে দিয়ে সঠিকভাবে ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। যদি উক্ত জাত কোন দিন ছাড়করণ করা হয় তখন বিএডিসি'র অবদান যেন স্বীকার করা হয় এই মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিএডিসি ধান-১ (সুবিদ) জাতটি বিএডিসি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে দিয়ে সঠিকভাবে ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও ব্রি) এবং ছাড়করণ না হওয়া পর্যন্ত বিএডিসি এ জাতের বীজ উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম এ হামিদ মিয়া)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

১৪/৮/২০০১খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১)	মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, এমওএ
২)	মোসলেহ উদ্দিন আহম্মেদ	পরিচালক, সরেজমিন, ডিএই
৩)	ননী গোপাল রায়	মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর
৪)	ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া	প্রফেসর, বশেমুরকৃবি
৫)	ডঃ এম এ বারী	পিএসও রোগতত্ত্ব, বিএআরআই
৬)	ডঃ এম এ হামিদ	পরিচালক, বিনা
৭)	এ কে এম ফসিউল আলম	উপপরিচালক, ডিএই
৮)	ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক	সদস্য পরিচালক (শস্য), ব্রাক
৯)	মোঃ আবু বক্কর	সেক্টর স্পেশালিষ্ট (কৃষি)
১০)	মোঃ শরীফ উদ্দিন	ব্র্যাক
১১)	আনোয়ারুল হক	এসএসবি
১২)	সুধীর চন্দ্রনাথ	ব্র্যাক
১৩)	মোঃ আজিজুল হক	ব্র্যাক
১৪)	মোহাম্মদ আব্দুল সাত্তার	এসসিএ, ঢাকা
১৫)	মোহাম্মদ মাসুম	সুপ্রিম সীড কোং
১৬)	মোঃ গাজীউল হক	ম্যানেজার, বিএডিসি
১৭)	ডঃ এ ডব্লিউ জুলফিকার	ব্রি, গাজীপুর
১৮)	জি এম সানাউল্লাহ	পরিচালক, ব্রি, গাজীপুর
১৯)	ডঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম	পরিচালক, বিএআরআই
২০)	এস,বি ছিদ্দিকী, পরিচালক (কৃষি)	বিজেআরআই